ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট বিষয়ে টিআইবি'র সুপারিশ

জাতীয় বাজেট রাষ্ট্র ও সরকারের নীতি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। বর্তমান সরকার প্রণীত সকল উল্লেখযোগ্য নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার - যেমনটি করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ভিশন ২০২১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বা নির্বাচনী অঙ্গীকারে। অন্যদিকে বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা ছাড়া কাঙ্খিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না। বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৃচ্ছতা, দক্ষতা ও কার্যকরতার (economy, efficiency, effectiveness) মাধ্যমে জনগণের অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার (value for money) নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল বাজেট তথা উন্নয়ন কার্যক্রমের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

বাংলাদেশ সরকার গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন অংশীজনের অভিমত বা পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে বাজেট প্রণয়ণে নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও বাস্তবে বাজেটে তার প্রতিফলন এবং বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজেট পার্টনারশীপ প্রণীত সর্বশেষ উন্মুক্ত বাজেট সূচক ২০১২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্কোর ছিলো ৫৮%, যা বাজেটে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বাজেট সংক্রান্ত ''সামান্য তথ্য প্রকাশ" সমতুল্য স্কোরকে (৪০%-৬০%) নির্দেশ করে। ২০০৬ এর সূচকের মানের (৪২%) তুলনায় বাংলাদেশের ৬ বছরে ১৬% অগ্রগতি প্রশংসার দাবি রাখে। তবে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের জন্য সীমিত অর্থের অপচয় রোধ, রাজস্ব আয়-ব্যয়ে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, বাজেটে সকল প্রকার বৈষম্যহীন নাগরিক প্রয়োজন প্রতিফলিত হওয়া এবং সর্বোপরি সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা নিশ্চিতে বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বাস্তবায়নে কঠোর নজরদারি অপরিহার্য।

এ প্রেক্ষিতে বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি'র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হচ্ছে:

১. জাতীয় ও স্থানীয় বাজেট নির্ভর সকল প্রকার সরকারি ক্রয়, কর সংগ্রহ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম একটি সমন্বিত অনলাইন ভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২. জাতীয় বাজেটের সকল তথ্য প্রকাশ হতে হবে স্বপ্রণোদিত, পরিপূর্ণ, ব্যাপক, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ। প্রতিরক্ষা সহ যেকোনো খাতের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম জনস্বার্থের পরিপন্থী;

৩. বাজেট বক্তৃতায় সরকারি ব্যয়, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা নিশ্চিতের লক্ষে বিশেষ আইন প্রণয়ণের প্রস্তাব থাকা উচিৎ, যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ, অর্থের সদ্ব্যবহার, ঝুকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। একইভাবে আর্থিক এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমে কার্যকরতা নিশ্চিতে প্রস্তাবিত খসড়া 'অডিট আইন' অংশীজনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত অনুমোদন করতে হবে;

৪. রাজস্ব আয় ও বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণে প্রাধান্য প্রদানের পেছনে যুক্তি স্পষ্টীকরণ করতে হবে এবং জনকল্যাণ মূলক ও বৈষম্য নিরসনমুখী খাতে নিরবিচ্ছিন্ন প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষকরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৫. গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, বৈষম্য নিরসণ তথা মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা উপেক্ষা করে

উন্নয়ন ও মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্তির স্বপ্ন আপাত দৃষ্টিতে সম্ভব বিবেচিত হলেও স্থায়িত্বের সম্ভাবনার মাপকাঠিতে তা স্বপ্ন বিলাস হিসেবে রুপান্তরিত হবার ঝুকি রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু দরিদ্র, বৈষম্যের শিকার ও সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষকরে, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারী-শিশু-যুব উন্নয়ন, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুকির মুখোমুখি জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৬. থোক বরাদ্দ নিরুৎসাহিত করে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী/প্রকল্পে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে; প্রতি তিন মাস পর পর বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি জনগণকে অবহিত করতে হবে। একইভাবে বাজেট বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা অপচয় ও দুর্নীতি কমাতে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন হার পূর্ব নির্ধারিত করতে হবে এবং তদনুযায়ী কঠোর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সুষ্ঠ সমন্বয়ে এরুপ ত্রৈমাসিক বাজেট পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে;

৭. নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্য, উপদেষ্টা, সব সংসদ সদস্যসহ, সব বিচারপতি, সব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিকদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;

৮. কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে হবে, কারণ এরূপ বিধান ১) নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ও বৈষম্যমূলক; ২) সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ এর পরিপন্থী; ৩) রাজস্ব আদায়ের বিবেচনায় অর্থহীন; এবং ৪) সরকারের দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক। এবারের বাজেটে সরকার এই দুর্নীতি-সহায়ক অবস্থান থেকে সরে আসবে, এরুপ প্রত্যাশা টিআইবি'র;

৯. মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধে এবং পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারকে আরো সক্রিয় হতে হবে। বিশেষকরে বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন, এটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা সমূহ সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পাচারকৃত অর্থ যেমন ফিরিয়ে আনতে পারে, তেমনি অর্থ পাচার প্রতিরোধে কার্যকর অবদান রাখতে পারে;

১০. জলবায়ু পরিবর্তনে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুকির সম্মুখীন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে। একইসাথে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে জলবায়ু অর্থায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;

১১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিদ্যমান 'বিশেষ আইন' রহিত করা এবং রেন্টাল বিদ্যুৎ, কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে অধিক তহবিল এবং প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ সহ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় করণীয় সম্পর্কে অনুমোদন সাপেক্ষে টিআইবি সংশ্লিষ্টজনের সাথে আরো আলোচনায় আগ্রহী।